পাঁচমুড়ার মাটি

কমলকুমার মজুমদার

যে দেশের মৃত্তিকা রত্তিম, যেখানে যেখানেই মাটিতে কাঁকর, একথা সত্য যে, সেখানকার কুমোররা তাদের কাজ সম্পর্কে অনেক কিছুই ভাবে। মাটির গুণের কথা তাদের সকল সময়ই মনে থাকে, তারা আলোচনা করে। যখনই একটি পুকুর সংস্কার করা হয় অথবা কোন নূতন কুয়ো খোঁড়া হয় - এখবর পাবা মাত্রই কুমোররা মাটি দেখতে যায়, সংগ্রহ করে কাজে লাগাতে চেষ্টা করে। ঠিক এইরূপ ছুটোছুটি, আমাদের বিশ্বাস, যেখানকার মাটি ঈষৎ কালো সেখানকার কুমোরদের করতে হয় না। গঙ্গা মহলের কুমোররা, শুধু ভাবে জিনিসপত্র রঙ ধরাবার কথা, তারা বনক মাটি কেনে, তারা লাল মাটি কেনে। কালো রঙটা সংগ্রহ করে নিকটস্থ খেত খামার থেকে, গ্রামের আশপাশ থেকে। গড়ন-পত্তনের জন্য বড় একটা বেশী ভাবতে হয়না। অথচ যেখানকার মাটি লাল সে দেশের কুমোরদের গড়নপত্তনে টিস্ না ধরে এমন মাটির কথা ভাবতেই হয়।

পাঁচমুড়ার কুমোরদের নাম আর পাঁচটা থানায়, নিজ এলাকায় এবং ভিন্‌দেশে যথেষ্ট। এখানকার কুমোররা একাধারে যেমন মাটি খুঁজেছে, রাঙামাটির (স্লিপস) জন্য যেমন অস্থির হয়েছে তেমনি সেই সঙ্গে তারা খুঁজছে নূতন ধরন। তাদের সমস্ত কিছু সৃষ্টির মধ্যে একটি সচতেন মনের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি কাজের আঙ্গিক, গড়ন, সাজ এবং প্রিমিটিভ বন্ধন আমাদের অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করে।

পাঁচমুড়া, বাঁকুড়ার তালডাংরা থানার একটি ছোট গ্রাম। বাস অনেক শালের জঙ্গল পেরিয়ে এসে এই গ্রামের ধারে পৌঁছল। দু'পাশেই তাঁতের ঠক ঠক আওয়াজ, এই ছোট রাস্তা ছাড়িয়ে যেই একটি আড়াআড়ি রাস্তায় পড়লাম, অমনি চোখে পড়ল দু'ধারে দোকান সাজানো। এইটুকু গ্রামে এরূপ দোকান সাজানো থাকবে আমি অন্তত আশা করিনি। কত ঘোড়া, কত হাতী সওয়ার, ঝাড়বারি, রকমারি জিনিসি থরে থরে; পাঁচ গ্রামের লোক আসে এটা সেটা নিত্যপ্রয়োজনীয় মানসিকের বস্তুসামগ্রী কিনতে। ফলে এদের সাজিয়েই রাখতে হয়। অবশ্য এতে করে প্রমাণ হয় না যে, এদের জিনিস পাঁচ হাটে যায় না, পাঁচ হাটে তো যায়ই, পাঁচ শহরেও যায়।

পাঁচমুড়ার বিখ্যাত কাজ হচ্ছে তার 'ঝাড়বারি'। এই ঝাড়বারির মূল কল্পনাটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। বহু জায়গায় মনসার ঘটের সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে। কিন্তু কোথাও ঠিক এইভাবে কল্পনা করা হয়নি। এই ঝাড়বারির সমস্ত কিছুতে সর্বাঙ্গীন চিত্রের লক্ষণ বিশেষভাবেই পরিস্ফুট। কখনও তা স্থাপত্যের নিদর্শন নিয়ে দেখা দেয়; সময়ে তার ভাস্কর্য মহিমা অতি দূর অন্তরীক্ষ থেকে সম্মুখে ভেসে আসে। মধ্যবর্তী প্রতিমার দেবমূর্তির সকল গাম্ভীর্য, তেজ, দীপ্তি শুধুমাত্র আয়ত নয়নের জন্য নয়, তার সংযত ভঙ্গিমার জন্যই অদ্ভুতভাবে প্রতীয়মান হয়। এছাড়া, ঘর কাটা চৌহদ্দিতে আর তার মূর্তিগুলিতেও সেই সৌন্দর্য বর্তমান। সমস্ত ঝাড়বারি ঘিরে সর্পমস্তক, অথবা গোলাপ ফুলকারি জাতীয় ঘের, এক অপূর্ব সাজব্যবস্থার সৃষ্টি করেছে। ঠিক এই কাব্যময় নকসা সাধারণত লোকশিল্পে দেখা গেলেও আলোছায়ার সত্যের এইরূপ বাস্তব উল্লেখ কোথাও দেখা যায় না। এই বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তোলার ব্যাপারে সব থেকে সাহায্য করেছে এর রঙ --- যা অনেকটা ব্রোঞ্জের মত। ঠিক এরূপ রঙ সাধারণত বাঙলার অন্যান্য জায়গায় দেখা যায় না, তার অবশ্য প্রথম কারণ হ'ল মাটি (স্লিপস) সে কথা আমরা স্বীকার করি, দ্বিতীয় কারণ হলো পোড়াবার পদ্ধতি।

ঠিক এইরূপ রঙ পাঁচমুড়ার ঘোড়ায়, বিড়াল, হাতীতে, এই সকল জন্তুগুলি স্থানীয় লোকেদের নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু। লোকে মানত করে, ঠাকুর দেবতার থানে দেয়। আমরা কিন্তু এগুলির মধ্যে চমৎকার একটি রূপের সন্ধান পাই। বহুকাল

থেকেই আমাদের দেশে অনেক রকমারি হাতী ঘোড়া গড়া হয়েছে। প্রত্যেকটিতে এ কথাই প্রমাণ হয় যে, তারা হাতী ঘোড়া করতে চেয়েছিল, ছোট আয়তনের মধ্যে স্পষ্টরূপে যতটুকু আনা সম্ভব ততটুকুই আনবার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু এখানে দেখা যায়, যতটুকু তেজ সবটুকু স্বভাব আছে তা পাঁচমুড়ার কারিগররা এনে ফেলেছে। সব থেকে আনন্দদায়ক হল, এই জন্তুগুলির --- যথা ঘেড়া বিড়াল এদের বলিষ্ঠ বুক। একটি জানোয়ারের যা কিছু জোর, তা যেন বা একটি অমোঘ মুঠোর মত সবেগে দর্শকের সামনে এগিয়ে আসছে। তার উপর জয়পোণ্ডার, পাঁচমুড়া থেকে প্রায় এক ক্রোশ দূর হবে, সেখানকার মাটির গুণে, জিনিসগুলি যেন ধাতুময় বলে মনে হয়। এক একটি তিন ফুট চার ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়। এগুলি পোড়ানো যে কি বিচক্ষণতার কাজ তা না দেখলে বুঝা যায় না। অনেক সময় হয়তো এগুলি চিড় খেয়ে যায়, তখন কুমোররা সেই ফাটল গালা দিয়ে সুন্দরভাবে জুড়ে দেয়। আর একটি জিনিসি পাঁচমুড়ার বিখ্যাত, তা হচ্ছে ঘোড়-সোয়ার। মানুষটি সত্যই ভারি সুন্দর, কালীঘাটের পটের মুখখানি যেন বসানো, চোখ দুটি মিঠে, চুল কেয়ারি করা।

আমার নিজের ভাল লেগেছে পাঁচমুড়ার ছোট হাতী, এই ছোট বস্তুটির মধ্যে অদ্ভুত স্কাইফীয়ান ঢং বর্তমান। মনে হয় যেন একটা তার দিয়ে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে জিনিসটা করা। মাটিতে এরূপ কাজ অত্যন্ত বিরল। এই হাতীটি তথা প্রায় প্রত্যেকটি জিনিসের মধ্যেই আদিম রহস্য ছড়িয়ে আছে। তার ভৌগলিক কারণও যথেষ্ট আছে। এই রহস্যকে ঠিকভাবে বাঁচিয়ে রাখা সত্যই অত্যন্ত বিস্ময়কর। যে কোন জিনিসের অনুশীলন ক্রমে পটুত্বের দিকে অথবা সামঞ্জস্যের দিকে হাতকে নিয়ে যায়ই, সুতরাং একথা আমরা কিছুতেই বলতে পারবো না যে, তাদের হাত ততটা পটু নয়। তবু অনুশীলনের কঠিন শৃঙ্খলতাকে ছাপিয়ে কিভাবে যে সেই আদিম রহস্য সমস্ত কাজের মজ্জায় থেকে সঠিক রসে রূপে দেখা দিল তা আমরা বুঝতে পারলেও বর্ণনা করতে পারিনি। একথা খুব ঠিক নয় যে, এখানে সবই প্রায় আদিবাসী থাকে। তবে একথা সত্য, এখানে শালবন আছে, এখানকার রাস্তা লাল।

তাই বহু পুরাতন যক্ষিণীর শ্রীছাঁদটি ঝাড়বারির মধ্যবর্তিনী নামে আজও দেখা দেয়, তার অঙ্গ ভঙ্গে যথাযথ লীলার ব্যঞ্জনাও রয়েছে আমরা দেখতে পাই।

প্রথম প্রকাশ, দেশ ২২বর্ষ, ৪৩তম সংখ্যা

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com